গবেষকদের চক্রব্যূহে নেতাজী প্রেমীরা দ্বিধাবিভক্ত কেন?

নেতাজী প্রেমীরা এক প্ল্যাটফর্মে না আসতে পারা কাদের সুবিধা হল?

গুমনামী বাবাই নেতাজী ছিলেন আর সীতাপুর এবং শৌলমারীর সাধু নন-এটা সিদ্ধ করার জন্যেই কি এত গবেষক ফিল্ম পরিচালকদের আবির্ভাব ? যদি তাই হয়ে থাকে তবে সাধারন মানুষের পক্ষে নেতাজী গবেষকদের প্রতি কিছু প্রশ্নঃ

১] শৌলমারী পর্ব কবে এবং কি উদ্দেশ্যে তৈরী করা হল?

২] শৌলমারী আশ্রমে একাধিক সাধু কেন থাকতেন?

৩] শৌলমারী আশ্রমের সাধু যাকে মেজর সত্যগুপ্তের মত লোকেরা নেতাজী ঘোষনা করেছিলেন, এই বিষয়ে তৎকালীন সরকার জনগনকে পরিস্কার মতামত জানাতে পারলেন না কেন ?

৪] শৌলমারীর সাধুর উপর কেন মিথ্যা মামলা এনে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল ?

৫] শৌলমারীর সারদানন্দজীকে মামলা দিয়েও কেন তাঁকে স্বশরীরে আদালতে উপস্থিত করানো গেল না?

৬] শৌলমারীর সাধু যদি নেতাজীই না হয়ে থাকেন- তাহলে আশ্রমে ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ করা বা সাধুজীর ফটো তোলা সম্ভব হল না কেন?

৭] শৌলমারী আশ্রম এর পরিবেশকে কেন রহস্যময়ী করে তোলা হয়েছিল?-যার কারনে সাধুজীকে নেতাজী মনে করে দেশব্যাপী ঝড় উঠেছিল?

৮] যারা আজকাল এই দাবি করছেন যে শৌলমারী নেহেরু সরকারের বানানো ছিল- এই বিষয়ে কোনো তথ্য সেই সব মানুষদের কাছে রয়েছে কি? এবং শৌলমারী পর্ব চালাকালীন তারা মেজর সত্যগুপ্তের সম্মুখীন কেন হতে পারলেন না?

৯] শৌলমারীর সাধুজীর কোনো ছবি নেই কিন্তু শৌলমারী পর্ব চলাকালীন যখন নেহেরু মারা গেলেন সেই সময় দিল্লী তিন মূর্ত্তি ভবনে নেহেরুর শবাধারের পাশে দন্ডায়মান সন্ন্যাসীর যে আলোক চিত্র ভারত সরকারের তোলা ডকুমেন্টারি ফিল্মের ৮১৬-বি ভাগে দেখা গিয়েছিল, সেই সন্ন্যাসীকে সারদানন্দজী/নেতাজী দাবি করা হলে বিনা কারন দর্শায়ে ঐ সন্ন্যাসীর ছবিটি (৮১৬-বি অংশটি) কেন সেন্সর করা হলো ?

১০] কেন সরকারী ভাবে এই ঘোষনা করা গেল না যে- শৌলমারীর সারদানন্দজী যাকে মেজর সত্যগুপ্ত নেতাজী দাবি করেছেন বা "ডাক কাগজে"/ Call paper-এ নেহেরুর শবাধারের পাশে যে বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে সুভাষবাদী জনতা নেতাজী দাবি করেছিলেন- তিনি নেতাজী নন !?

১১] বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কড়াচাবুক কাগজে কেন বলেছিলেন- শৌলমারীর সাধু নেতাজী নন ঠিকই, কিন্তু তিনি এও বলেছিলেন সুভাষের উপর ৪০৬ ধারায় মামলা আনা হয়েছিল। এটা কি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ছিল নাকি শৌলমারীতে একাধিক সারদানন্দজীর উপস্থিতির কথা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন?

১২] শৌলমারী কি তবে একটি Experiment ছিল - সুভাষ ফিরে এলে তাঁর প্রতি কি ধরনের আচরণ করা হবে?

১৩] যেখানে নেহেরু সরকার শাহনওয়াজ কমিটি বসিয়ে নেতাজীকে মৃত ঘোষনা করেছেন সেখানে নেহেরু সরকার কেন শৌলমারী তৈরি করে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন?

১৪] শৌলমারী আশ্রম ভেঙ্গে দিয়ে একাধিক সারদানন্দজীর মধ্যে একজন দেরাদুনে চলে যান এবং ১৯৭৭ সালে সেখানে মারা যান, এবং আরেকজন সাধু নদীয়া হয়ে ১৯৬৭ সালে চন্দন নগরে বিপ্লবী পীঠস্থান প্রবর্ত্তক সংঘে 'আনন্দনাথ' নাম নিয়ে চলে এসেছিলেন,-ঐ সাধুর পূর্বাশ্রমের নাম কি ছিল ?

১৫] আনন্দনাথজীর ভক্তরা কেন এই দাবি করেন- শৌলমারীতে শুরুর দিকে নেতাজী সেখানে ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে আশ্রম ভেঙ্গে যাওয়ার পর নেতাজী প্রবর্ত্তক সংঘে আনন্দনাথ (ক্ষ্যাপাজী আনন্দ নাথজী) নাম নিয়ে চলে আসেন- তাহলে নেহেরুর শবদেহের পাশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশে আনন্দ নাথজী উপস্থিত ছিলেন ?

১৬] যেহেতু আনন্দনাথজীকে ভক্তরা মৌনী বাবার আশ্রমে একাধিক সাধুর মাঝে ২০০২ সালেও তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলেন, এবং মুখার্জী কমিশনে যেহেতু সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনী বাবাকে নেতাজী দাবি করা হয়েছিল, এবং বাবা ভান্ডারীর যেহেতু এই দাবি করেছিলেন- নেহেরু মারা যাওয়ার পর শবদেহে মাল্যদান করার জন্য সন্ত সম্রাট বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশে তিনমূর্ত্তি ভবনে সম্মানপূর্বক পৌঁছেগিয়েছিলেন, এবং সেই সফরে তিনিও (ভান্ডারী বাবা) সন্ত সম্রাটের ছায়া সঙ্গী ছিলেন- তাই প্রশ্নঃ শৌলমারী থেকে শুরু করে সীতাপুর অধ্যায়ে মেজর সত্যগুপ্ত যে সারদানন্দজীকে নেতাজী ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই কি পরবর্তীকালে আনন্দনাথজী বা সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনী বাবা হয়েছিলেন?

১৭] ভগবানজীর ভক্তরা কেন শৌলমারীকে নেহেরু সরকারের বানানো বলে দাবি করা শুরু করেছেন এবং সীতাপুরের সন্ন্যাসী সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনী বাবাকে বিনা প্রমানে তারা কেন সরকারের মদত পুষ্ট বলে দাবি করছেন?

১৮] নেহেরুর শবাধারের পাশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে ভগবানজীর ভক্ত বিশেষ করে অনুজ ধরের মত সাংবাদিক গবেষকরা কেন বীরা ধর্মাবারা বলে তাঁর “India’s biggest coverup” পুস্তকে দাবি করছেন?

১৯] কেন অনুজ ধর সামাজিক মাধ্যমে সর্বসাধারনের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিচ্ছেন- সন্ত সম্রাট নেতাজী কিনা এই বিষয়ে expert দের মতামত নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ?

২০] Expert দের মতামত নেওয়া মানেই তো গভীর পর্য্যবেক্ষণ করে বুঝে নেওয়া যে সন্ত সম্রাট নেতাজী কিনা, কারণ কমিশণ চলাকালীন বিচারপতি মৌণী বাবার ফটো একনজরে দেখেই এই সিধ্যান্তে পৌঁছেছিলেন-সুতরাং, মৌনীবাবার চেহারার সাথে নেতাজীর মিল আছে কি নেই সেই বিষয়ে কি নিরপেক্ষ গভীর পর্য্যবেক্ষণ করা উচিৎ ছিল না ?

২১] মৌনী বাবার ছবির সাথে যদি নেতাজীর available ফটোর মিল না থেকে থাকতো তাহলে বিচারপতি মনোজ কুমার মুখার্জী সীতাপুরের সন্ন্যাসীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে কেন ছুটে গিয়েছিলেন, এবং মৌনী বাবা তাঁর মৌন ভঙ্গ করে বাংলা ভাষায় এক ঘন্টা যাবৎ মনোজ মুখার্জীর সাথে কি কথা বলেছিলেন?

২১] কেন বিচারপতি গুমনামী বাবা/ভগবানজীর ফটো ভক্তদের কাছে দেখতে চেয়েছিলেন? এই ফটো দেখতে চেয়ে তিনি কমিশনের রিপোর্টে ঠিক কি লিখেছিলেন?

২২] আজাদ হিন্দ ফৌজের সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য ড. পবিত্র মোহণ রায়'র পুত্র রনেন্দ্র মোহন রায় (সাংবাদিক কুনালের হাত ধরে) কেন প্রবর্ত্তক সংঘে ছুটে গিয়ে আনন্দনাথজীর ভক্ত মমতা দাসের সাক্ষাৎ করেছিলেন?

২৩] "I am Bose" ইউটিউব চ্যানেলের সাংবাদিক কুনাল বসু গুমনামী বাবাকে নেতাজী মনে করেন, এবং ১৯৮৫ সালে নেতাজী মারা গেছেন এবং গুপ্তর ঘাটে তাঁকে অন্ত্যেষ্টি করা হয়েছে এই গল্প প্রচার করার পাশাপাশি কুনাল হঠাৎ করে কেন প্রবর্ত্তকের বয়োজ্যাষ্ঠা কর্মী মমতা দাসের একাধিক ইন্টারভিউ নিয়ে এই প্রচার শুরু করলেন- ১৯৬৭ সালে নেতাজী কোলকাতায় থাকার জন্যে এসেছিলেন?

২৪] শৌলমারীর সাধু বা আনন্দনাথজীকে কি গুপ্তর ঘাটে মেরে ফেলার অভিনব ফন্দি এঁটেছেন সাংবাদিক কুনাল ?

২৫] আনন্দনাথজী প্রবর্ত্তক সংঘ থেকে সুরেশ নিয়োগীর বাড়ীতে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘদিন ছিলেন, তাঁদের দাবী (সুরেশ নিয়োগীর সহধর্মীনী শেফালী নিয়োগী) গুমনামি বাবা নেতাজী ছিলেন না, তাহলে সাংবাদিক কুনাল কেন আনন্দনাথজীর সাথে গুমনামি বাবাকে যুক্ত করতে চাইছেন- যেখানে ২০০২ সালে আনন্দ নাথজীর ভক্ত সত্যব্রত তপাদার এবং আই. এন. এ. স্বেচ্ছাসেবক সুখেন্দু দত্ত মহাশয় সীতাপুর মুজেহানা আশ্রমে আনন্দনাথজীর (নেতাজীর) দর্শন পেয়েছিলেন ?

২৬] মুখার্জী কমিশনের বাবা ভান্ডারী সাক্ষী নাম্বার cw-35 জানিয়েছিলেন- যে গুমনামি বাবাকে নেতাজী দাবী করা হচ্ছে তিনি নেতাজী নন আমাদের মধ্যে একজন ছিলেন, তাহলে গুমনামি বাবা কি একাধিক আমি'র মধ্যে একজন ছিলেন?

২৭] আনন্দ নাথজীর ভক্ত সত্যব্রত তপাদার সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী কে জানিয়েছিলেন- নেতাজী সব সময় ফৈজাবাদে বসে থাকতেন না, তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে আই-ওয়াশ করতেন, এবং একজায়গায় বেশীদিন থাকতেন না, এবং উনার অবর্ত্তমানে সেখানে আরেকজনকে (ডামি) বসিয়ে রাখতেন-তাহলে ফৈজাবাদ এপিশোডে ২৬খানা বাক্স সাজিয়ে ১৯৮৫ সালে মৃত্যুর নাটক করে সীতাপুর অধ্যায়ে

সন্ত সম্রাট নামে আত্মপ্রকাশ করে নেতাজী কি শৌলমারীর ন্যায় আরেকবার experiment করে বুঝে নিলেন-দেশ কী চায়???

২৮] শৌলমারীর সারদানন্দজী দেরাদুনে মারা যাচ্ছেন, এবং অন্যদিকে ভক্তদের কাছে নেতাজী (সত্যগুপ্তের সারদানন্দজী) নতুন নামে "ক্ষ্যাপা জী আনন্দ নাথ" হয়ে দর্শন দিয়েছেন, তেমনি ১৯৮৫ সালে ফৈজাবাদে মৃত্যুর নাটক করে সীতাপুরে মুজেহানা আশ্রম তৈরী করে ভক্তদের কাছে সন্ত সম্রাট হয়ে দর্শন দিয়েছেন- এখানেই কি আনন্দ নাথজীর কথার মিল পাওয়া যাচ্ছে না- 'আমি রয়েছি তোমাদের মাঝে জীবিত অথবা মৃত' ?

২৯] 'আনন্দনাথ' এবং 'সারদানন্দ' নামের আধ্যাত্মিক অর্থ কি ? এবং আনন্দের উৎস কোথায় এই বিষয়ে সুভাষ চন্দ্র বসু কি বলেছিলেন- সেটি কি গবেষনার বিষয় নয়?

৩০] আনন্দ নাথজীর ডান পায়ের আঙ্গুল চ্যাপটা মতন ছিল, সন্ত সম্রাটের চরন পাদুকেতেও সেই একই চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, এটি কি কেবল নিছক একটি ঘটনা নাকি এর কোনো বাস্তবভিত্তি রয়েছে যে-আনন্দ নাথজী এবং সন্ত সম্রাট একই ব্যক্তি ছিলেন?

৩১] আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল অমর বাহাদূর সিং যিনি আই. এন. এ-র দিনগুলিতে নেতাজীর সাথে কাজ করেছেন, তিনি কেন এই কথা কমিশনকে জানিয়েছিলেন- মৌনীবাবার appearance এর সাথে নেতাজীর সাদৃশ্য দেখতে পেয়ে তিনি অবাক হয়েছিলেন?

৩২] কর্নেল অমর বাহাদুর সিং যদি মিথ্যাদাবী করে থাকতেন তবে গুমনামী বাবার/ভগবানজীর ভক্তরা তাঁকে কোলকাতায় এনে কেন সম্বর্ধনা দিতে গেলেন ? এবং ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী কেন তাঁর লেখা "নেতাজী গেলেন কোথায়?" পুস্তকটি ডঃ অলকেশ বাগচির হাত দিয়ে সন্ত সম্রাটের কাছে পাঠিয়েছিলেন?

৩৩] গুমনামি বাবার ভক্তরা নেহেরুর শবদেশের পাশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে যেহেতু বীরা ধর্মবীরা নামধারী কম্বোডিয়ান সাধু বলে দাবী করেন, তাহলে বীরা ধর্মবীরার উষ্চতা বা কম্বোডিয়ানদের গড় উষ্চতা কি নেহেরুর শবদেহের পাশে দন্ডায়মান সামরিক অফিসারের উষ্চতার সমান (প্রায় ৫ফুট ১০ইঞ্চি) ছিল- যেহেতু

নিউজরীলের ৮১৬-বি অংশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উষ্চতা সামরিক অফিসারের প্রায় কাছাকাছি ছিল?

৩৪] ভারত সরকারের তোলা ডকুমেন্টারী নিউজরীলের ৮১৬-বি অংশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উষ্চতার সাথে বীরা ধর্মবারার অমিল ধরা পড়ার সাথে সাথেই অনুজ ধর এবং চন্দ্রচূড় ঘোষ "কোনান্ড্রাম" পুস্তকে ১৮০ ডিগ্রী ইউ টায়র্ন নিয়ে পূর্বের সিধ্যান্ত থেকে সরে এসে কেন এই দাবি করা শুরু করলেন- নেহেরু মারা যাওয়ার পর ভগবাণজী নাকি তিনমূর্তি ভবনে গিয়েছিলেন ?

৩৫] নেহেরুর শবদেহের পাশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরুপী নেতাজীকে কি এবার ১৯৮৫ সালে মৃত প্রমান করার ষরযন্ত্র শুরু হয়েছে?

৩৬] যেহেতু ভারত সরকার মূখার্জী কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করেছেন, এবং খোসলা কমিশন ও শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্টকে আগলে রেখে জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত তথাকথিত চিতাভস্মকে সম্মান জানাতে (কমিশন চলাকালীন) দেশের প্রধানমন্ত্রী ছুটে যাচ্ছেন- তাহলে খোসলা কমিশনে বীরা ধর্মবীরার মিথ্যা সাক্ষীকে সরকার সত্যবাদী বলার চেষ্টা করছেন?- এই বিষয়ে ভগবানজীর ভক্তরা বা জয়শ্রীর চারনিক থেকে শুরু করে প্রফেসর, ডাক্তার, ফিল্ম পরিচালক ও আইবিদ সকলেই মুখে কূলূপ এটেছেন কেন ?

৩৭] "Indian's biggest cover up" পুস্তকে লেখক অণুজধর বীরা ধর্মবারাকে সত্য বাদী বলার জন্য খোসলা কমিশনের সাক্ষী নাম্বার ২২৩ সাংসদ লোকেশে চন্দ্রকে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে তুলে ধরেছেন- সেই পরিস্থিতিতে অনুজ ধরের উক্ত পুস্তকটি যেহেতু আলিপুর মিজিয়ামে সরকারী ভাবে স্থান পেয়েছে তাই প্রশ্ন- সরকার কোন্ অভিপ্রায় নিয়ে নেহেরুর শবদেহের পাশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সেন্সর করা ভিডিও ফুটেজটি পুনঃরায় তিনমূর্তী ভাবনের ডিজিটাল স্ক্রীনে রিলিজ করেছেন ?

উপরিউক্ত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্যঃ

গুমনামি বাবার ভক্তরা বা জয়শ্রী প্রকাশণী নেতাজীকে বই পুস্তকে ১৯৮৫ সালে সূক্ষ্ম শরীরে মহাসিন্ধুর ওপারে পাঠিয়ে দিয়ে "ঐ মহামাণব আসে" পুস্তকে দাবী করেছিলেন- "...তাঁরই এই আকাশবৃত্তির রৌপ্যজয়ন্তীতে তিনি গৃহ বদল করলেন,

যোগানুভূতি। জীর্ন দেউলটি ফেলে নতুন দেউলে প্রবেশ করলেন-...” সেই ভাবে অম্লান কুসুম ঘোষ তার Black Box of History ডকুমেন্টারী ছবিতে একটি গানের মাধ্যমে নেতাজীকে গুপ্তর ঘাতে সরযূর নদীর জলে নেতাজীর ছবি blending করে স্ক্রীনে মিশিয়ে দিয়ে background-এ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কালজয়ী রচনা **"ঐ মহাসিন্ধুর ওপার "** গানটি যুক্ত করে বিচারপতির একশো শতাংশের বিশ্বাসের সাথে গুপ্তর ঘাটকে যুক্ত করে এটা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন- নেতাজী ১৯৮৫ সালে **পার্থিব মোহ ত্যাগ করে** "ভূতের বোঝা" বা মিথ্যা মোহের বোঝা ফেলে দিয়ে, অন্ধকারের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে সেই পরমাত্মার কাছে **পরম ধাম** যেখানে কোনো মৃত্যু বা জরা নেই, সেখানে চির-স্নিগ্ধ বসন্ত, শ্যামল বসুন্ধরা এবং জ্যোৎস্না ভরা আকাশ মহাসিন্দুর ওপারে চলে গেছেন। এবং জয়শ্রীর চারনিকরা মুখার্জী কমিশন চলাকালীন “ঐ মহামানব আসে পুস্তকে” এই দাবি করে বসলেন- “বাস্তবে যা ঘটেছে-তাকে অতিক্রম করে (নেতাজীর) জাগতিক ঠিকানা- হদিশ-অপ্রাসঙ্গিক বলেই চারনিকের বোধ হয়।”

অর্থাৎ জয়শ্রীর কাছে মূখার্জি কমিশনের Terms of Reference অর্থাৎ কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটি অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচনা করা হয়। তারা এটা বলতে চেয়েছিল ১৯৮৫ সালের পর জীবিত নেতাজির জাগতিক ঠিকানা হদিস করা অপ্রাসঙ্গিক। কমিশন চলাকালিন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী জাপানের তথাকথিত চিতাভস্মকে সম্মান জানাতে ছুটে গিয়ে বিচারপতি মনোজ কুমার মুখার্জিকে পরোক্ষে এই বার্তা দিলেন- জীবিত নেতাজির whereabouts (জাগতিক ঠিকানা) বলা যাবে না। এখানেই জয়শ্রীর চারনিকদের সাথে সরকারের উদ্দেশ্য এক বিন্দুতে মিলে যাচ্ছে। কিন্তু বিচারপতি কমিশনের রিপোর্টে কায়দা করে ভাষার কারসাজিতে জানিয়ে দিলেন- সীতাপূরের সন্ন্যাসীকে যারা নেতাজী দাবি করেছেন- সেই দাবিকে তিনি “negative phrase” দ্বারা তিনি নাচক করেদিয়েছেন ঠিকই কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে expert দ্বারা গভীর পর্যবেক্ষন করার দাবি উঠবে – কে এই সন্ন্যাসী (সন্ত সম্রাট) ? তাহলে জয়শ্রীর চারনিকরা সরকারের পক্ষভুক্ত হয়েই কি “ঐ মহামাণব আসে” পুস্তকে এই দাবি করেছিলেন-“বাস্তবে যা ঘটেছে-তাকে অতিক্রম করে জাগতিক ঠিকানা- হদিশ-অপ্রাসঙ্গিক বলেই চারনিকের বোধ হয়।” [পৃ-৩২৯]

এই জয়শ্রী আগে থেকেই ধারনা পোষন করে রেখেছেন নেতাজী ১৯৮৫ সালের পর বেঁচে নেই এবং তাঁর জাগতিক ঠিকানা হদিস করা অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং ভগবানজির ভক্তদের কাছে শৌলমারি বা সীতাপুর কেন উপেক্ষিত হল আশাকরি পাঠক বর্গ এই আলোচনার মাধ্যমে অনুভব করতে পেরেছেন।আজকের দিনে সীতাপুর নিয়ে যখন নতুন করে গবেষনা শুরু হয়েছে তখন এই ভগবাণজীর ভক্তরা দৌড়ে এসে 'বৌদ্ধ সন্ন্যাসী' এবং 'আনন্দ নাথজই'কে নিজেদের কোঠায় নিতে চাইছে। এটা দ্বিচারিতা এবং নেতাজীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিশ্বাসঘাতকায় সামিল হয়েছে সন্তান দলের একাংশ যারা ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহা রাজের সাংগঠনিক কার্যধারার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে ঐ সব মেকী গবেষকদের মঞ্চে ডেকে এনে উত্তরীয় পড়িয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছেন। তারা এতদ্রুত ভুলে গেলেন যে ভগবানজীর ভক্ত তথা জয়শ্রীর আধুনিক চারনিক ডাক্তার মধু সূদন পাল সন্তান দলের কর্মীদের এ যুগের ইহুদির সাথে তুলনা করেছিলেন, এবং বালক ব্রহ্মচারী মহারাজকে নেহেরুর পক্ষভূক্ত এবং নেতাজীর শত্রুপক্ষের লোক বলেছিলেন। শতপ্রচেষ্টা করে যখন নেতাজীকে ১৯৮৫ সালে মারা গেল না তখন ভগবানজীর ভক্তরা ভিশণ২৪ টিভি চ্যানেলে এসে একে একে এই দাবি শুরু করেছিলেন – নেতাজি ১৯৮৫ সালে সূক্ষ্ম শরীরে চলে যান নি তিনি ফিরে আসবেন।কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আইনবিদ বিজন ঘোষ যিনি গুমনামিবাবা/ভগবানজীকে নেতাজি বিশ্বাস করেন তাঁর ব্যক্তিগত দাবি ২০০৯ সালে নাকি নেতাজী হিমালয়ের কোনো এক স্থানে দেহ রেখেছেন। তাঁর কাছে যখন প্রমান চাওয়া হল তখন সে জানালো এটা তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস। সুতরাং এই সকল গবেষকরা সময় সময় নিজেদের standpoint পরিবর্তন করছেন নিজেদের ব্যাক্তিগত স্বার্থে। ঐ সব গবেষকদের কথাগুলি আবার বাজারজাত কিছু ইউটিউবার এগিয়ে এসে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন যাতে জনগন দ্বন্ধের দোলনায় দোলতে থাকেন। এই ভাবে চারিদিকে নেতাজী গবেষকদের চক্রব্যূহ তৈরী করা আছে । সুতরাং আপনাকে হতে হবে একজন বিশ্লেষণমুখী ।

রাম নারায়ন রাম ।

আমরা বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের মতাদর্শে বিশ্বাসী কতিপয় রাখাল 'সন্তানগন' ।

বিঃদ্রঃ অন্যায় দেখেও যারা নীরব তারাও সেই অন্যায়ে সামিল ।

(শৌলমারী থেকে সীতাপুর অধ্যায়)

নেহেরুর শবদেহের পাশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীই সারদানন্দজী থেকে সাকুরা কিনান - আনন্দনাথজী-সন্ত সম্রাট হয়েছিলেন !? ফৈজাবাদ ও শৌলমারী ছিল **experiment !**

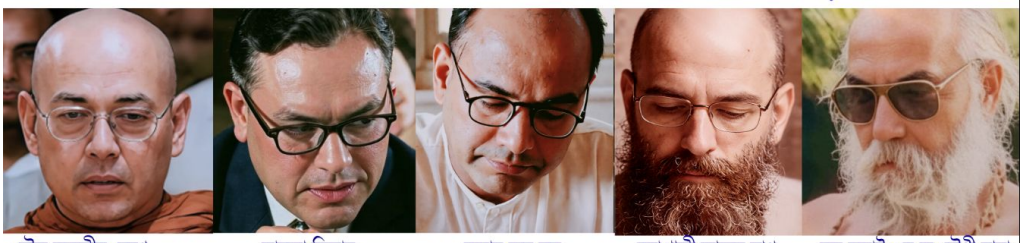

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশে (তিনমূর্ত্তী ভবন দিল্লি ১৯৬৪) | সাকুরা কিনান (তাসখন্দ ১৯৬৬) | সুভাষ চন্দ্র বসু (১৯৪৫ সালের পূর্বে) | ক্ষ্যাপাজী আনন্দ নাথ (১৯৫২-১৯৬৯) | সন্ত সম্রাট ওরফে মৌণী বাবা (নৈমিষারন্যে -২০০৩ পর্যন্ত)

উত্তর ভারতের নৈমিষারন্যে অবস্থান কালে বিভিন্ন সময়ে সন্ত সম্রাট ওরফে মৌণী বাবার (আনন্দ নাথজীর) দুর্লভ ছবি।

কিন্তু মুখার্জী কমিশনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী স্বয়ং সন্ত সম্রাট ওফরে মৌনী বাবা নাম নিয়ে available হতে চেয়েছিলেন।

বর্তমানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ভিডিও ফুটেজটি দিল্লী তিনমূর্ত্তী ভবনের মিউজিয়ামে ডিজিট্যাল স্ক্রীনে পুনরায় দর্শকদের দেখার জন্য রিলিজ করা হয়েছে যা এতকাল যাবৎ সেন্সর করে রাখা হয়েছিল ।

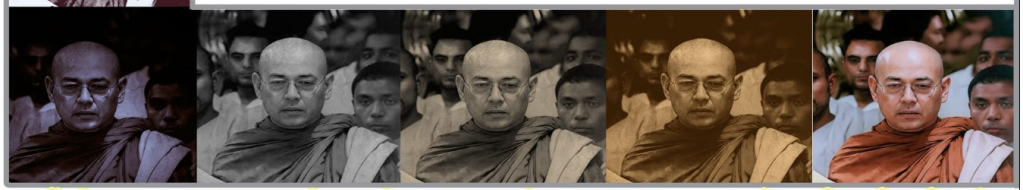

মুখার্জী কমিশনে ভূত available হতে চেয়েছিলেন । এই সত্য সামনে আসতেই ভূতের ওঝারা বলা শুরু করলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নেতাজী নন, বীরা ধর্মবারা!